তাইপিং বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতি আলোচনা কর?

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বহিরাক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ সমস্যার বিস্ফোরণ চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার ইঙ্গিত বহন করে। ঐতিহ্যগতভাবে চীনারা বিশ্বাস করত যে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ব্যর্থতা দেখা দিলেই বৈদেশিক আগ্রাসন ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ঘটে। চিং সরকারের দুর্বলতা এবং চীনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে অক্ষমতাই চীনের বিপদ ডেকে এনেছিল, যার অনিবার্য পরিণতি বহিরাক্রমণ ও তাইপিং বিদ্রোহ। এই আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি এবং তাতে কৃষকশ্রেণীর ভূমিকা আলোচনা করার পূর্বে এই আন্দোলন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

দুই হাজার বছর পূর্ব থেকে চলে আসা চীনের কৃষিভিত্তিক সমাজে সামাজিক শৃঙ্খলা স্বাভাবিক কারণেই নির্ভরশীল থাকত জমির সুষ্ঠ বন্টনের উপর। *ইম্যানুয়েল সু্য* তাঁর *"The Rise of Modern China"* গ্রন্থে বলেছেন, চীনের ইতিহাসে পর্যাবৃত্ত অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য ও অনটনের নজিরের অভাব নেই এবং এইভাবেই সেখানে প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা পর্যায়ক্রমে শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে ভূমি ও মানুষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে, একে বলে *'Dynastic circle'*। যদিও বাস্তবে তা ছিল *ইতিহাসের প্রাকৃতিক বিবর্তন'* বা *'Natural evolution of history'*। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে মাথাপিছু আবাদী জমি বৃদ্ধি না পাওয়ায় কৃষকের সাংসারিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। 1812-33 সময়কালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস পেলে মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ দাঁড়ায় 1.86 মৌ। কৃষক নিজের জমি বিক্রি করতে বাধ্য হলে সমাজে ধনী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কৃষক পরিণত হয় ভাড়াটে চাষীতে। বণিক শ্রেণী, কুসীদজীবি এবং বন্ধক গ্রহণকারীও জমি সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হলে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে জমির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। জমিহীন পরিবারগুলি শহরে আশ্রয় নিলেও তৎকালীন চীনের অর্থনীতি শিল্পভিত্তিক না হবার ফলে তারা কোনো বিকল্প পেশায় নিযুক্ত হতে না পেরে চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। এরূপ *সর্বহারার দল* বা *'floating population of paupers'* স্বাভাবিক কারণেই বিদ্রোহপ্রবণ হয়ে পড়ে। এছাড়া 1840 ও 1850-এর দশকে চীন নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনগণের দুর্দশা বাড়ায়। তখন সরকারী সাহায্য ছিল আন্তরিকতাশূন্য। ফলে হতাশাগ্রস্ত দুর্গত জনগণ বিদ্রোহমুখী হয়ে পড়ে।

আফিং-এর যুদ্ধের শেষে নানকিং-এর সন্ধি পরবর্তী পর্বে উন্মুক্ত নতুন বন্দরগুলি দিয়ে আগত বিদেশী পণ্য, বিশেষত সূতীবস্ত্র চীনের বাজার ছেয়ে ফেলে, যার সঙ্গে চীনের হস্তশিল্প পেরে ওঠেনি। কর্মচ্যুত হতাশ দেশীয় কারিগর ও শিল্পীরাও তাই বিদ্রোহের আশ্রয় নেয়। আমদানি বৃদ্ধি হেতু চীন থেকে রৌপ্যমুদ্রা বিদেশে রপ্তানি হবার ফলে, দেশে গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে। তাম্রমুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা দ্বিগুণেরও বেশী হ্রাস পায়। ফলে 1843-50 সময়কালে করবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 33% থেকে 64% পর্যন্ত। তার সঙ্গে ছিল প্রশাসনিক দুর্নীতি। সামরিক বাহিনীর মধ্যেও দক্ষতা ও শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয়। মাঞ্চুদের ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে যে *ব্যানারমেন*-দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তারাও দৈহিক ও নৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। মাঞ্চু রাজদরবারকে নির্ভর করতে হয় *'Green Standerd Army'*-র উপর এবং পরবর্তীকালে স্থানীয় সেনাবাহিনীর উপর। ফলে মাঞ্চু শাসকের ভাবমূর্তি নষ্ট হলে গুপ্ত সমিতিগুলি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী চীনারা মাঞ্চুবিরোধী জাতীয়তাবাদী বিপ্লব সংঘটিত করতে উৎসাহিত হয়।

আফিং-এর যুদ্ধের পর সাংহাই বন্দর বিদেশী বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হলে ক্যান্টনের অধিবাসীরা, বিশেষত শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়। স্থানীয় অখ্রীষ্টান অধিবাসীদের সঙ্গে *হাক্কা*-দের সংঘর্ষ শুরু হলে দক্ষিণ চীনে উদ্ভূত আর্থিক দুর্গতি জটিল হয়। *হাক্কা*-দের মধ্যে থেকেই তাইপিং নেতৃত্ব তাঁদের অনুচরদের সংগ্রহ করে। বিদ্রোহের প্রাক্কালে বৌদ্ধধর্ম, তাওধর্ম, কনফুসীয় ধর্ম, কোনটিতেই চীনাদের পুরো আস্থা ছিল না। কনফুসীয় রক্ষণশীল নীতির পরিবর্তন-বিরোধী প্রচীন নিয়ম-নিষ্ঠা এবং রাজভক্তি অনুশীলনের বিধানসমূহ বিদেশী মাঞ্চুদের কায়েমী স্বার্থের পক্ষে সহায়ক ছিল। চীনের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সংস্পর্শ এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ধর্মীয় অবস্থাকে অধিকতর জটিল করে তোলে এবং বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা চীনে আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে।

আন্দোলন শুরু হয় দক্ষিণ চীনে 1850 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-তে। *কোয়াংটুং* প্রদেশের *হুং-সিউ-চুয়ান* এক দিব্যদর্শনে দেখেন যে, এক সৌম্য দর্শন বৃদ্ধ তাঁকে আদেশ দিচ্ছেন, যে সব দানব মানুষকে তাঁর সেবাধর্ম থেকে বঞ্চিত করে দূরে সরিয়ে রেখেছে, সেই দানবকূলকে হুং যেন নির্মূল করেন। তাঁর মনে হয়, স্বপ্নে দেখা বৃদ্ধটি যেন ঈশ্বর এবং বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিগুলো যেন সেই দানবকূল।

তিনি তখন বাইবেলের কিয়দংশ অবলম্বনে ধর্ম ও রাজনীতির সংযোগভিত্তিক একটি ধর্মমত গঠন করেন, যা *তাইপিং ধর্ম* বা *তাইপিং খ্রীষ্টধর্ম* নামে অভিহিত। *তাইপিং* অর্থে *মহান শান্তি*। তিনি *ঈশ্বরের রাজ্য* স্থাপন করার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছেন, এমন ধারণা তাঁকে মাঞ্চু বংশের উচ্ছেদ সাধন করে একটি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হতে প্রেরণা দেয়, যেটি অভিহিত হয় *'Taiping tien-kno'* নামে, যার অর্থ *মহান শান্তির স্বর্গীয় রাজ্য* বা *'Heavenly Kingdom of Great Peace'*। *Franz Schurmann* ও *Orville Schell* সম্পাদিত *"China Readings-I, (Imperial China)"* গ্রন্থে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দিব্যদর্শনের কাহিনী রচিত হয়ে থাকতে পারে।

হাক্কা, *মিয়াও* (Miao) এবং *ইয়াও* (Yao) সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েক হাজার দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক এবং মাঞ্চুবিরোধী জাতিয়তাবাদী বহু চীনা অধিবাসী বিদ্রোহে যোগদান করে। *হুং-সিউ-চুয়ান*-এর অনুগামীরা তাঁকে *'Tien Wang'* বা *স্বর্গীয় রাজা* হিসাবে ঘোষণা করেন। 1852 খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা *কোয়াংসি* ত্যাগ করে *হিউনান*-এর দিকে অগ্রসর হলে বহু সংখ্যক নিঃস্ব কৃষক যোগদান করে। আন্দোলনকারীদের প্রধান দলটি ইয়াংসি নদীর উত্তরে *হুপেই* অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়ে শেষ অবধি 1853 খ্রীষ্টাব্দে নানকিং অধিকার করে। হুং এখানেই তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। 1853-64 পর্যন্ত দীর্ঘ এগারো বছর নানকিং তাইপিংদের অধিকারে থাকে। ইতিমধ্যে 1862 খ্রীষ্টাব্দে *তুং-চি* সরকার সন্ধি পদ্ধতি কার্যকরী করে বিদেশী শক্তিবর্গের সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপন করে এবং তাইপিং আন্দোলন দমনের জন্য পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয় *সেং-কুয়ো-ফ্যান* নামক একজন উচ্চপদস্থ রাজকীয় কর্মচারী ও কনফুসীয় পণ্ডিতদের ওপর। এছাড়া তাঁর শিষ্য *লি-হুং-চ্যাং* *'Anhwei army'* গঠন করেন। তাঁরা একযোগে ধীরে ধীরে ইয়াংসি উপত্যকা থেকে বিদ্রোহীদের অপসারিত করতে সক্ষম হন। আমেরিকা এবং ব্রিটেনও মাঞ্চু সরকারকে সামরিক সাহায্যদানে অগ্রসর হয়। 1864 খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের পরাভূত করে নানকিং পুনরাধিকার করা হয়। যদিও ফেয়ারব্যাঙ্কের মতে, কোনোরূপ বৈদেশিক সাহায্য না নিয়েই নানকিং অধিকার করা হয়েছিল।

সমাজবিজ্ঞানী *মানবেন্দ্রনাথ রায়* তাঁর বিখ্যাত *"Revolution and Counter Revolution in China"* গ্রন্থে বলেছেন যে, তাইপিং বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে উত্তরণ ঘটেছিল। তিনি ফরাসী বিপ্লবের সাথে তাইপিং বিদ্রোহের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকেরা তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, তাইপিং বিদ্রোহের সময় চীনে অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সের মতো *বুর্জোয়া শ্রেণী* গড়ে ওঠেনি। চীনের জেন্ট্রিদের এই বিদ্রোহে কোনো ভূমিকা ছিল না।

গোড়ার দিকে তাইপিং আন্দোলন একটি ধর্মীয় আন্দোলন থাকলেও পরে তার উদ্দেশ্য হয় মাঞ্চু রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন করে সমগ্র চীনে *স্বর্গীয় রাজা*-র প্রভুত্ব স্থাপন করা। তাইপিং বিদ্রোহীদের প্রথম সারির সব নেতাই এসেছিলেন দরিদ্র পরিবার থেকে এবং তাঁদের অনুগামীরাও ছিলেন দরিদ্র কৃষক, খনি মজুর প্রভৃতি হতাশ জনগণের প্রতিনিধি। এই সংগ্রামের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে *Israel Epstein* তাঁর *"From Opium War to Liberation"* গ্রন্থে একে চীনের আধুনিক যুগের শেষ *'...old style peasant war'* এবং *'...first great democratic fight'* বলেছেন। বস্তুত তাইপিং বিদ্রোহ ছিল একটি কৃষক বিদ্রোহ। কারণ, হুং-এর মতো নেতা যেমন কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন, তেমনি এই আন্দোলনে ভূমি ব্যবস্থা তথা কৃষি সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছিল বেশী। তাইপিং বিদ্রোহের পূর্বে চীনের সাধারণ জনসমাজ কৃষি সমস্যায় জর্জরিত ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাণিজ্য ঘাটতি, রৌপ্যমুদ্রার হ্রাস, তাম্র ও রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়মূল্যে বিস্তর ফারাক। বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন শ্রমিক সমাজের জীবন ধারণের পক্ষেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ইম্যানুয়েল স্যু-র মতো চীনা সাম্যবাদী ঐতিহাসিকগণ তাইপিং আন্দোলনকে আধুনিক চীনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কৃষক বিপ্লবরূপে গণ্য করেন। কৃষকদের অভিযোগ ছিল তৎকালীন সমাজের বিরুদ্ধে, যে সমাজে জমিদার, জেন্ট্রি শ্রেণী এবং রাজকর্মচারী স্বার্থান্বেষী হয়ে আপন আপন প্রভুত্ব স্থাপন করে। এই বিদ্রোহে বহু রাজকর্মচারী বিত্তশালী ব্যক্তি ও জমিদার নিহত হন। খাজনা ও জমি সংক্রান্ত দলিলপত্র এবং ঋণের রসিদ অগ্নিদগ্ধ করা হয়। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যয় অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকদের উপরেও বর্ধিতহারে কর আরোপ করা হয়। এই কারণে *স্বর্গীয় রাজ্যে*-র শেষ পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ কৃষক সম্প্রদায়ের তাইপিং আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়নি। সুতরাং বলা যায়, প্রাথমিক পর্বে কৃষকদের সমর্থন লাভ করলেও পরবর্তী পর্বে এই আন্দোলন কৃষকদের সহানুভূতি অর্জনে ব্যর্থ হয়। তাই একে পরিপূর্ণ কৃষক আন্দোলন বলা সঙ্গত নয়।

তাইপিংদের আদর্শগত ঐক্য ছিল, সংগঠন ছিল। তাইপিংগণের লক্ষ্য ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করা। তাদের আদর্শ-সমাজ হল সাম্যবাদী-সমাজ, যেখানে সম্পত্তির উপর কারো কোনো ব্যক্তিগত অধিকার থাকবে না এবং জমি বন্টিত হবে পরিবারের ভিত্তিতে নয়, পরিবারের সভ্য সংখ্যার ভিত্তিতে; তাও প্রয়োজনানুসারে। যেখানে শস্য জমা দিতে হবে সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট শস্যাগারে। এ হেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাবীকালের সাম্যবাদী আন্দোলনকারীদের নিকট মহান আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হয়। তাদের চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে তাদের যুগের তুলনায় অগ্রবর্তী ছিল। সমকালীন লেখক *অগাস্টাস লিণ্ডলে*-র রিপোর্ট থেকে

জানা যায়, তাঁদের শাসনকালেই চীনের উৎপাদন ও বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। মার্কসীয় ঐতিহাসিকেরা এই বিদ্রোহের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের চিত্র দেখতে পান। তাঁদের মতে, ভূমিহীন চাষীরা সংগ্রাম করেছিল সম্ভ্রান্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে। *কার্ল মার্কস* তাইপিং আন্দোলনকে রুশ বিপ্লবের পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন। কারণ এরূপ ব্যবস্থা ছিল বিপ্লবদ্যোতক। যদিও সর্বত্র এই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ অবশ্য সম্ভবপর হয়নি। মাঞ্চুদের উচ্ছেদ শাসন করে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন করাই শুধু নয়, মুখ্য লক্ষ্য ছিল চীনা সমাজের ঐতিহ্যগত ভিত্তি ভেঙে দিয়ে নতুন ভিত্তির উপর সমাজ গঠন করা। যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নারীজাতির কোনো অধিকারই ছিল না, সেখানে তাইপিং বিদ্রোহীরা গণিকাবৃত্তি, পদবন্ধন, বিবাহে কন্যা বিক্রয়ের মতো কুপ্রথাগুলিকে নিষিদ্ধ করেন। পশ্চিমের চক্ষে অবশ্য তাইপিং আন্দোলন বিদ্রোহ ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। কিন্তু একে বিপ্লবদ্যোতকই বলেছেন মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক *উল্‌ফগ্যাং ফ্রাঙ্ক Franz Schurmann* ও *Orville Schell* সম্পাদিত *"China Readings-I, (Imperial China)"* গ্রন্থে।

1967 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *"The Taiping Ideology"* নামক গবেষণা গ্রন্থে *Vincent Y. C. Shih* বলেছেন, তাইপিং আন্দোলন ছিল একাধারে একটি ধর্মীয় যুদ্ধ এবং একটি রাজনৈতিক বিদ্রোহ। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, তাইপিং যুদ্ধকে কৃষক যুদ্ধ এবং তাইপিং বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ বলা যায় কি না। তাঁর যুক্তি অনুসারে তাইপিং নেতৃবর্গ আদর্শের দিক থেকে কৃষকদের সঙ্গে অনন্যতা বজায় রাখেননি, তাঁরা কৃষকদের অবস্থার আর্থিক উন্নতি সাধন করতে পারেননি, ভূমি সংক্রান্ত সংস্কার কার্যকরী করেননি এবং জমিদার শ্রেণীর উচ্ছেদ সাধন নয়, বরং জমিদার শ্রেণীর সাথে সহযোগিতা করেন। ভূমিহীন কৃষকদের ভূমিদান করাও হয়নি। তাইপিং অনুগামীরা কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। *স্বর্গীয় রাজা*-র নির্দেশ ছিল, তাইপিংদের মধ্যে কেউ আদেশ অমান্য করলে তাকে কৃষকদের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে। এরূপ নির্দেশ প্রমাণ করে যে, তাইপিং অনুগামীরা সভ্য নয় এমন কৃষককে নীচু নজরে দেখত। সে ক্ষেত্রে আন্দোলন সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থনপুষ্ট হয়নি। বিপ্লবাত্মক অর্থনৈতিক কার্যক্রমও কার্যকরী হয়নি। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, তাইপিং আন্দোলন না ছিল কৃষক আন্দোলন, না ছিল কৃষক বিপ্লব।

কিন্তু তাইপিং বিদ্রোহের ক্ষেত্রে আধুনিকতার সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। একদিকে *'Peasant utopia'*, অন্যদিকে মাঞ্চু বিরোধী জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি প্রথাগত ধ্যানধারণার সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিক ধারণার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও চীনের সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর পাশাপাশি তা একটি বিকল্প সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ তুলে ধরেছিল। *ইম্যানুয়েল স্যু*-র কথায়, ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু মাঞ্চুদের কাছ থেকে সরে এসেছিল চীনাদের হাতে। এই আন্দোলনের উত্তরাধিকারই চীনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। সমগ্র ইউরোপেও এই সংগ্রাম বহু মানুষকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। ইউরোপে 1848-এর বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর *মার্কস* এই বিদ্রোহের মধ্যেই কৃষক বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। বর্তমান কালের চীনের মার্কসীয় ঐতিহাসিকগণও একে চীনের প্রথম কৃষিবিপ্লব আখ্যা দেন। *জ্যাক গ্রে* তাঁর *"Rebellions and Revolutions : China from the 1800s to the 2000"* গ্রন্থে বলেছেন, তাইপিংরা সহস্রাব্দের সমঅধিকারের আদর্শে অনুপ্রাণিত গণঅভ্যুত্থানের যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, পরবর্তীকালে চীনের সমাজতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দের কাছে তা ছিল *"...substance of a heroic tradition"*। কিন্তু একইভাবে তাইপিংদের সংগ্রাম বিরুদ্ধবাদী বিকল্প প্রেরণারও উৎস ছিল, যা অভ্যুত্থান-প্রতিরোধক কনফুসীয় আদর্শের সমর্থনে কর্তব্যবোধে পূর্ণ ছিল। তাই *জ্যাক গ্রে*-র সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায়, *হুং-সিউ-চুয়ান* যদি *মাও সে তুং*-কে অনুপ্রাণিত করে থাকেন, তাহলে *চিয়াং কাইশেক*ও *সেং-কুয়ো-ফ্যান*-এর দ্বারা সমানভাবেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।